লক-ডাউনে কোটচাঁদপুরে চা দোকানীদের মাঝে অর্থ সহায়তা প্রদান

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে করোনা পরিস্থিতির সংক্রমণ প্রতিরোধে স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশনা অনুযায়ী লক-ডাউনে কর্মহীন হয়ে পড়েছে খুদ্র চা দোকানী ব্যবসায়ীরা। দরিদ্র, অসহায়, এই সব চা দোকানীদের মানবিক সহায়তায় সরকারি অনুদান হিসাবে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার সাফদারপুর ইউনিয়ন পরিষদে এলাকার ৬২ জন চা দোকানীর মাঝে নগদ অর্থ বিতরন করা হয়। ইউপি চেয়ারম্যান নওশের আলী নাসির প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে চা দোকানীদের মাঝে ২ হাজার ৫’শ টাকা নগদ সহায়তা তুলে দেন।এসময় উপস্থিত ছিলেন, প্যানেল চেয়ারম্যান ওহেদ আলী , ইউনিয়ন পরিষদ সচিব নাছরিন খাতুন, সংশ্লিষ্ট ইউপি সদস্য, হাবিবুর রহমান, ইউপি সদস্য হোসেন আলীসহ সুবিধাভোগীরা।
এই সময় ইউপি চেয়ারম্যান করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে সকলকে সরকারি নির্দেশনা ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার অনুরোধ করেন।

মেহেরপুরের আমঝুপিতে হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ভ্যান ও টিউবওয়েল বিতরণ

হতদরিদ্র পরিবারকে আত্বনির্ভরশীল ও স্বাবলম্বী করতে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর সহযোগিতায় বিশেষ বরাদ্দের আওতায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক ভ্যান ও টিউবওয়েল বিতরণের আয়োজন করে। এ সময়ে বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে উপকারভোগীদের মাঝে ভ্যান ও টিউবওয়েল বিতরণ করেন মউক এর নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিম। এ কর্মসুচীর মাধ্যমে সদর উপজেলার হিজুলী গ্রামের ১০জন হতদরিদ্র

পরিবার ভ্যান পেয়ে তারা নিজস্ব আয়ের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়ে তাদের দৈনন্দিন আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে জানা যায়। একই অনুষ্ঠানে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে ১০জন দরিদ্র পরিবারের মাঝে টিউবওয়েল বিতরণ করা হয়।

জীবননগরে কৃষকদের মাঝে বিনামুল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ

জীবননগরে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামুল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ করা হয়েছে ।গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০টার সময় ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে খরিফ-২ মৌসুমে রোপা আমন ধান উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রনোদনা কর্মসূচির আওতায় জীবননগর উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে উপজেলা চত্তরে এ বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ করা হয়।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম মুনিম লিংকনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে জীবননগর উপজেলার ৭শ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামুল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ করেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান।এ সময় উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার ,সহকারী কৃষি কর্মকর্তা আরিফ হাসান,জীবননগর প্রেস ক্লাবের সভাপতি এম আর বাবু,জীবননগর সাংবাদিক সমিতির সভাপতি জাহিদ বাবু প্রমুখ।

ঝিনাইদহে ৩’শ দুস্থ অসহায় ও ভাসমান মানুষের মাঝে খাবার বিতরন

ঝিনাইদহে করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ ৩’শত দুস্থ, অসহায় ও ভাসমান মানুষের মাঝে রান্না খাবার বিতরন করা হয়েছে।
মঙ্গলবার দুপুরে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির আয়োজনে অফিস চত্বরে এ খাবার বিতরণ করা হয়। এসময় জেলা প্রশসাক মজিবর রহমান,
জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কনক কান্তি দাস, রেড ক্রিসেন্টের সাধারন সম্পাদক জে এম রশিদ, সদস্য শফিকুল ইসলাম শিমুল, ইউনিট লেভেল কর্মকর্তা তাসলিমা খাতুন, যুব প্রধান শাহীনুর রহমান মৃদুলসহ যুব সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। করোনা মহামারীর সময় দুস্থ, অসহায় ও ভাসমান মানুষেরা রান্না খাবার পেয়ে খুশি।
এসময় আয়োজকরা জানান, করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ দুস্থ ও অসহায় মানুষের জন্য আগামী ১ মাস শহরের বিভিন্ন এলাকায় রান্না করা খাবার বিতরণ করা হবে।

কোটচাঁদপুরে কু-প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় ২সন্তানের জননীকে পিটিয়ে জখম

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে সুন্দরী বেগম নামে ২সন্তানের জননীকে পিটিয়ে হাত ভেঙ্গে দিয়েছে এক বখাটে। ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার কুশনা ইউনিয়নের গালিবপুর দাসপাড়া গ্রামে। তিনি ওই গ্রামের মোমিন আলীর স্ত্রী। বিষয়টি তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রশাসনের উধ্বর্তন কর্তৃপক্ষের কাছে ন্যায় বিচারের দাবী ভুক্তভোগী পরিবারের।

ভুক্তভোগী সুন্দরী বেগম জানান, পাশের বাড়ির স্বপন নামে এক বখাটে আমাকে বিভিন্ন সময়ে কুপ্রস্তাব দিয়ে আসছিল। তার প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় হঠাত করে ঈদুল ফেতরের ৫দিন আগে আমার বাড়িতে এসে আমাকে

বেধড়ক মারপিট করে চলে যায়। এক পর্যায়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলি ও আমার দুই শিশুর উচ্চ স্বরে কান্না শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে আমার জ্ঞান ফেরায় এবং তারা আমাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে। ওই সময় আমার স্বামী বাড়িতে ছিল না।

সে রাজমিস্ত্রির কাজে গিয়েছিল। পরে বুঝতে পারি আমার ডান হাত ভেঙ্গে গেছে। এরপর কোটচাঁদপুর থানায় অভিযোগ দিতে যায় কিন্তু ওসি সাহেব আমার অভিযোগ নেয়নি। উপায় না পেয়ে এসপি অফিসে যায়। কিন্তু ওসি স্যার আমাকে এসপি অফিস থেকে ফিরে আসতে বাধ্য করে এবং ওসি স্যার আমাকে বলে এসপি স্যারের কাছে কিছু বলার দরকার নেই তুমি ফিরে আসো তোমার মামলা নেওয়া হবে।

ওই সময় ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুল হান্নান ফোন করে আমাকে বলে কোন অভিযোগ বা মামলা করার দরকার নেই আমি তোমার ন্যায় বিচার করে দেব। চেয়ারম্যান ও ওসি স্যারের কথা অনুযায়ী ওই সময় আমি এসপি স্যারের সাথে দেখা না করে বাড়িতে চলে আসি। পরে বখাটে ও তার পরিবার গ্রামে প্রচার করেছে সুন্দরীর কাছে আমার ছেলে টাকা পাবে। পাওনা টাকা দীর্ঘদিন ধরে দিচ্ছে না বলে তাকে মারধোর করেছে। অপরদিকে আসামী প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ালেও একদিনও তাকে পুলিশ ধরতে আসেনি । পরে জানতে পেরেছি ওসি স্যার আমার মামলা দিয়েছে এবং আদালতে ওই মামলার চার্জসীটও দাখিল করে দিয়েছে।

এব্যাপারে চেয়ারম্যান আব্দুল হান্নান জানান,আমি বিচার করে দেওয়ার জন্য উভয় পক্ষ কে ডেকেছিলাম। সবার সম্মতিতে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এসময় ভুক্তভোগী নারী তার চিকিৎসার ব্যায় নিতে বলেন, কিন্তু ছেলে পক্ষ সে বিচার মানেনি। যেখানে ছেলে পক্ষ আমার বিচার মানলো না সেখানে আমার কিছু করার নেই। বিষয়টি নিয়ে ওসি মঈনুল ইসলাম জানান,আমি মামলা নিয়েছি এবং আদালতে চার্জসীট দাখিল করে দিয়েছি। এখন বিচার করবে আদালত। এখানে আমার আর কিছু করনিও নেই।

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted],[redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] ([redacted] [redacted]) [redacted] [redacted] [redacted]

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে করোনা ওয়ার্ডের রেড জোনে রোগীর স্বজনদের ভীড়

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে করোনা ওয়ার্ডের রেড জোনে ভর্তি থাকা করোনা রোগীদের সংস্পর্শে থাকা স্বজনদের অবাধে চলাফেরা লক্ষ্য করা গেছে। গতকাল সোমবার সকালে সরেজমিনে দেখা যায় হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডের রেড জোনে করোনা রোগীর স্বজনদের ভীড়। অনেকেই রোগীদের স্পর্শ করছেন, পাশে বসে আছেন আবার অনেকে একত্রিত হয়ে দাড়িয়ে আছেন। তাদের মধ্◌েয নেই কোন শারীরিক দুরুত্ব। হাসপাতালে থাকা রোগীদের সংস্পর্শে আসছেন তাঁদের সকলেই। বিভিন্ন অজুহাতে তাঁরা যখন-তখন রোগীর কাছে যাচ্ছেন। স্বাস্থ্য সুরক্ষাসামগ্রী ব্যবহার করছেন না। পাশে বসে রোগীর সাথে কথা বলছেন।

আবার যখন-তখন চিকিৎসক ও নার্সদের কক্ষে ঢুকে পড়ছেন। এতে করে ওই ব্যক্তিদের মাধ্যমে হাসপাতালের অন্য রোগী, তাঁদের স্বজনেরা, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের শরীরে করোনা সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ছে। এছাড়াও হাসপাতালের বহিঃবিভাগে করোনার নমুনা পরীক্ষা করতে আসা মানুষগুলো আর সাধারণ রোগীদের কাছে ও যেখানে সেখানে বসে থাকছেন। এদিকে মেহেরপুরে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। নতুন করে আরও ৮১ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদর উপজেলায় ২৫ জন, গাংনীতে ৩৯ জন এবং মুজিবনগরে ১৭ জন। এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৪৮৫ জন। তার মধ্যে সদরে ১৯১ জন, গাংনীতে ১৯৬ জন এবং মুজিবনগরে ৯৮ জন। এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ৪৬ জন।

এবিষয়ে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) মকলেছুর রহমান জানান, আমরা রোগী ও তাদের স্বজনদের বলি কিন্তু কে শোনে কার কথা। একজন মুমূর্ষ রোগী বা তার স্বজনদের সাথে তো বাকবিতন্ডা করা যায় না। ওখানে আমাদের নার্স আছে, ওয়ার্ডবয় আছে, তারা তাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করে কিন্তু পেরে ওঠেনা। করোনার শুরু থেকেই আমরা এখানে একজন পুলিশ অথবা আনসার সদস্য চেয়েছিলাম কিন্তু আজও পাইনি। এব্যাপারে আমরা সবসময়ই সক্রিয় আছি। আসলে সংশ্লিষ্ট সকলে সচেতন না হলে তো হয় না। আমরা মাস্কই

পরাতে পারলাম না সাধারণ মানুষকে।

হাসপাতালেই কয়জনের মুখে মাস্ক থাকে বলেন, অথচ সকলেই জানে এখানে করোনা আক্রান্ত রোগী আছে, রোগী আসছে, কেউ ভালো হচ্ছে আবার কেউ কেউ মারাও যাচ্ছে। আমরা রাষ্ট্রীয়ভাবে সাধারণ মানুষের কাছে হেরে যাচ্ছি। মানুষ জানে হাসপাতালে করোনা রোগী আছে, অনেকে করোনা রোগীদের কষ্ট দেখছে। এরপরেও মানুষ যদি সচেতন না হয়, তাহলে কিভাবে সচেতন করা যাবে। আমরা মানুষের আচার-আচরণ দেখে খুবই হতাশ।

মেহেরপুরে করোনায় আক্রান্ত হয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা হায়াত আলীর মৃত্যু

করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরন করেছেন মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা হায়াত আলী।(ইন্না……রজিউন) মঙ্গলবার ভোর রাতে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
হায়াত আলী পিরোজপুর গ্রামের মৃত মোহর আলীর ছেলে।তিনি দির্ঘদিন ধরে শ্বাসকষ্ট জনিত রোগে ভূগছিলেন।
হঠাৎ তার জ্বর ও শ্বাসকষ্ট বেড়ে গেলে তাকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
পরে করোনা টেষ্ট করা হলে পজেটিভ আসে।
করোনা পজেটিভ হলে ৪ দিন ধরে তাকে করোনা চিকিৎসা করা হয়।
তবে চিকিৎসা চলাকালীন অবস্থায় মঙ্গলবার ভোররাতে তার মৃত্যু হয়। এদিকে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে অন্য সকলের মত সরকারী ভাবেই গার্ড অব অনার প্রদান করা হবে বলে জানান মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাসুদুল আলম।
আজ দুপুর বারোটার সময় বীর মুক্তিযোদ্ধার লাশ গার্ড অব অনার প্রদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মুক্তিযোদ্ধ্ কমিটি।

মুজিবনগরে থামছেই না অবৈধ মাটি বিক্রি

প্রশাসনকে বার বার অবহিত করার পরও কোন ব্যবস্থা না নেওয়ায় কোনভাবেই থামানো যাচ্ছে না অবৈধভাবে মাটি বিক্রেতা দৌরাত্ম। ক্ষমতার জোরে চালিয়ে যাচ্ছে অবৈধ পুকুর খননের কাজ।
‘মুজিবনগরে কৃষি জমিতে অবাধে চলছে পুকুর খননের মহোৎসব’ শিরোনামে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় গত মাসে সংবাদ প্রকাশিত হয় এবং বার বার প্রশাসনকে অবহিত করা হলেও কোন ভাবেই বন্ধ হচ্ছে না, খননকৃত পুকুরের বালু এবং মাটি বিক্রি। তবে নিউজ করার পর কয়েকদিন বন্ধ থাকলেও আবারো নতুন করে গোপনে শুরু হয়েছে উত্তোলনকৃত মাটি এবং বালু বিক্রি।

গত রবিবার আবারো তারানগর মাঠের দিকে গেলে চোখে পরে একই পুকুর থেকে বালু নিয়ে যাওয়ার ট্রাক্টর।

সেখানে যেয়ে দেখা যায় আরশাদ কসাই কিছুদিন বন্ধের পর আবারো বালু বিক্রির কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

সরকারি নিয়ম-নীতিকে তোয়াক্কা না করে এক শ্রেণির মুনাফা লোভী প্রভাবশালীদের ইন্ধনে চলছে অবৈধ পুকুর খননের মহোৎসব। পুকুর খননের কাজ ইতিমধ্যে প্রায় শেষের দিকে। পুকুর খননকরা কালীন সময়ে উত্তোলন করা মাটি এবং বালু বর্তমানে গোপনে কন্ট্রাকটারের মাধ্যমে বিক্রি করছে বিভিন্ন ইট ভাটাই। নিয়মনীতি না মেনে মাটি কাটায় পাশের কৃষি জমিগুলো হুমকির মুখে রয়েছে।
সরজমিনে ঘুরে দেখা যায়, ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা লঙ্ঘন করে মুজিবনগর উপজেলার তারানগর গ্রামে মাদারতলার পিছনে একটি জায়গায় ফসলি জমি নষ্ট তারানগর গ্রামের মৃত,রসুল কসােইর ছেলে আরশাদ কসাই বিভিন্ন ক্ষমতার জোর দেখিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে তার পুকুর খননের কাজ।ইতি মধ্যে পুরোটা খনন হয়ে গেলে, পুকুরে বালি তুলে রেখে বাধায় করে রেখেছে আরশাদ কসাই।আর উত্তোলনকৃত বালি গোপনে বিক্রি করছে বিভিন্ন ইটভাটাই।পুকুর খনন করার সময় মাটির সাথে উত্তোলন হচ্ছে বালু। যেগুলো গাড়ি প্রতি ১৫ শত থেকে ২ হাজার টাকায় বিক্রি

হচ্ছে। এতে করে অধিক মুনাফা অর্জন হচ্ছে।
স্থানীয় প্রশাসনকে ম্যানেজ করে এলাকার প্রভাবশালীরা এসব পুকুর খনন করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ফলে এলাকায় ফসলি জমি কমে যাওয়ার পাশাপাশি পরিবেশের ওপরও দীর্ঘমেয়াদি বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন এলাকাবাসী।

এ বিষয় নিয়ে গ্রামবাসি সহ খননকৃত পুকুরের পাশের জমির মালিকদের মধ্যে মিশ্রপ্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।এভাবে পুকুর খনন চলতে থাকলে নিকট ভবিষ্যতে উপজেলায় ফসলি জমি থাকবে না বলে মতপ্রকাশ করছেন এলাকার সুধিসমাজ।

গণমাধ্যম কর্মীরা পুকুর খননের সংবাদ সংগ্রহ করতে মাঠে গেলে নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক অনেকে বলেন, ছবি তুলে, নিউজ করে লাভ নেই। এর আগেও অনেক সাংবাদিক এসেছে।কিন্তু কোন কাজ হয়নি।

কৃষি জমি নষ্ট করে পুকুর খনন করছে তারানগর গ্রামের মৃত রসুল কসােইর ছেলে আরশাদ কসাই।যার পুকুর খনন করতে করতে করতে চলে গিয়েছে সরকারী রাস্তার ভিতর।এতে করে রাস্তাটা অনেক ঝুকির মধ্যে পরে যাচ্ছে।
আরশাদের জমির পাশেই রয়েছে তারানগর গ্রামের জহন্নর নামের একজনের বাশবাগান, তিনি সাংবাদিক দেখে বলেন, আপনাদের তো শুধু ছবি আর ভিডিও করায় কাজ। ১০-২০ টাকা দিলেই আপনারা চুপ হয়ে যান।এর আগে অনেক অফিসার, সাংবাদিক এসেছে। কিন্তু পরে তাদের আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। আপনাদেরও আর খোঁজ পাওয়া যাবে না। ঠিকিই বড় বড় মানুষের ক্ষমতা দেখি পুকুর খনন করে চলেছে। কারও কাছে বলে আমাদের লাভ নেই।

পুকুর খনন বন্ধ করার বিষয়ে তিনি প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করেছে কিনা সে বিষয়ে জানতে চাই তিনি বলেন, একবার মৌখিক ভাবে তৌশিলদারকে বলেছিলাম কিন্তু কোন কাজ হয়নি। তখনই বুঝলাম আমাদের চুপ করে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

সেখানে কাজ করা একজন শ্রমিকের সাথে কথা বললে তিনি বলেন,আমরা তো পেটের জন্য কাজ করতে এসেছি। আমরা আজ প্রথম এসেছি। এসে ৩ থেকে ৪ গাড়ি উত্তোলন করা হয়েছে।

এলাকার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের অভিযোগ, কোনো অনুমতি ছাড়া প্রভাবশালীরা জোরপূর্বক ভয়ভীতি দেখিয়ে তাদের জমি পুকুরের জন্য দখল নিয়ে নিচ্ছে অনেকে।

পুকুর খনন বন্ধের বিষয়ে কেউ বাগোয়ান ইউনিয়ন তৌশিলদারের কাছে মৌখিক অভিযোগ দিয়েছে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন,পুকুর খনন বন্ধের বিষয়ে লিখিত কিংবা মৌখিকভাবে আমার কাছে কেউ অভিযোগ দেয়নি।তবে আমি গতকাল পুকুর খননের বিষয়টি জানতে পারার পর আমার অফিসের পিয়নকে ঘটনাস্থলে পাঠাইছিলাম। তবে বৃষ্টির কারনে আপাতত কাজ বন্ধ রয়েছে। আমি পুরো বিষয়টি ইউএনও স্যারের নলেজে দিয়েছি। এবং ইউএনও স্যারের নির্দেশে তাকে কাজ বন্ধ রাখার জন্য বলা হয়েছে।

পুকুর খননের বিষয়ে আরশাদ কসাই বলেন, আমি সরকারী রাস্তায় পুকুর খনন করনি । যেটুকু কেটেছি আমার নিজের জমিতে। আমি ৫ বিঘা জমির উপর পুকুর খনন করার প্লান করেছিলাম। এ প্রযন্ত ৩ বিঘা জমির উপর খনন করা হয়েছে বাকি আছে ২ বিঘা। তাছাড়া মানুষের অনেক শত্রু থাকে, কেউ হয়তো আমার উপর শত্রুতা করে আপনাদের কাছে সরকারী রাস্তার বিষয়ে ভূল তথ্য দিয়েছে।
মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার এক মাস আগে বলেছিলেন, পুকুর খননের বিষয়গুলো একেবারে অবৈধ। পুকুরখনন বন্ধে বারবার মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। আরশাদের বিষয়টি আমি শুনেছি। শোনার পর তৌশিলদারকে পাঠিয়ে কাজ বন্ধ রাখার জন্য বলা হয়েছে।
তবে ওই পর্যন্তই উপজেলা প্রশাসন থেকে মাটি কাটা বিষয়ে কোন ব্যবস্থায় এখন পর্যন্ত নেওয়া হয়নি। বিষয়টি বার বার অবহিত করলে বলেন আমি ব্যবস্থা নেব। কিন্তু ব্যবস্থা আর নেওয়া হয় না।

দামুড়হুদায় গাঁজা গাছসহ একজন আটক! ভ্রাম্যমাণ আদালতে ১ বছরের কারাদণ্ড

দামুড়হুদা উপজেলা থেকে গাঁজা গাছসহ সাধু মালিথা নামের একজনকে আটক করা হয়েছে। সোমবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সদস্যরা দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর কলোনিপাড়ায় অভিযান চালিয়ে গাঁজা গাছসহ তাকে আটক করে।